দৈনিক ইত্তেফাক

079

তারিখ ... 31 OCT 1989
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

এইচ এস সি পরীক্ষায় পাসের হার ২৪·৮৪

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দেশের ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার (এইচ এস সি) ফল গতকাল (সোমবার) প্রকাশিত হইয়াছে। ৪টি বোর্ডে সর্বমোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ৮৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। তন্মধ্যে ৭৮ হাজার ৪শত ৫২ জন পাস করে। পাসের শতকরা হার ২৪ দশমিক ৮৪।

মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ হাজার ৯ শত ৫০ জন প্রথম বিভাগে, ৪১ হাজার ৩ শত ৪৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২৮ হাজার ১ শত ৫৬ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। মোট পরীক্ষার্থীর ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৯ শত ৪০ জন ছাত্র এবং ৮৭ হাজার ৯ শত ৪৯ জন ছাত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম গতকাল শিক্ষা ভবনের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সাংবা-

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

এইচএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

দিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, শিক্ষা সচিব ও ৪টি বোর্ডের কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশের ৩টি কেন্দ্রসহ মোট ৫ শত ১৬টি কেন্দ্রে এবারের এইচ এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশের কেন্দ্রগুলি ছিল জেদ্দা, কুয়েত ও রিয়াদে। ঢাকা বোর্ডের অধীনে এ সকল কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বোর্ডে মোট ৯২ হাজার ৫ শত ৮১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। ২৩ হাজার ৩ শত ৭৯ জন পাস করে। পাসের শতকরা হার ২৫ দশমিক ২৫। ৪ হাজার ৯ শত ৬৩ জন প্রথম বিভাগে. ১৩ হাজার ৬ শত ৫১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪ হাজার ৭ শত ৬৫ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। ঢাকা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর ৬৫ হাজার ২ শত ৯৮ জন ছাত্র এবং ২৭ হাজার ২ শত ৮৩ জন ছাত্রী। ছাত্রদের পাসের শতকরা হার ২৩ দশমিক ৮০ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ২৮ দশমিক ৭৩। ঢাকা বোর্ডের ১৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এক বিষয়ে ফেল করায় কম্পার্টমেন্টাল পাইয়াছে। ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে ২৮ হাজার ৮ শত ৭৯ জন, কলা বিভাগে ৪৭ হাজার ৭ শত ৩৮ জন, বাণিজ্য বিভাগে ১৪ হাজার ১ শত ৯৯ জন এবং কৃষি বিভাগে ৩ শত ৯৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়।

কুমিল্লা বোর্ডে মোট ৭৩ হাজার ২ শত ৫২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। ১৯ হাজার ৬ শত ৯৫ জন পাস করে। পাসের শতকরা হার ২৬ দশমিক ৮৮। ১ হাজার ১ শত ৯৩ জন প্রথম বিভাগে, ৯ হাজার ৩ শত ২৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৯ হাজার ১ শত ৭৩ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। মোট পরীক্ষার্থীর ৫৫ হাজার ১ শত ৯ জন ছাত্র এবং ১৮ হাজার ১ শত ৪৩ জন ছাত্রী। ছাত্রদের পাসের হার ২৬ দশমিক ৮২ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ২৭ দশমিক ৭। কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে ২০ হাজার ৫ শত ৭৮ জন, কলা বিভাগে ৩৬ হাজার ১ শত ৭৬ জন, বাণিজ্য বিভাগে ১৫ হাজার ৮ শত ৯৫ জন ও কৃষি বিভাগে ৬ শত ৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়।

রাজশাহী বোর্ডে মোট ৮৫ হাজার ৫ শত ৩৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। ২২ হাজার ৮ শত ১৫ জন পাস করে। পাসের শতকরা হার ২৬ দশমিক ৬৭। ১ হাজার ৬ শত জন প্রথম বিভাগে, ১১ হাজার ৪ শত ৫২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪ হাজার ৪ শত ৫৫ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। রাজশাহী বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর ৫৯ হাজার ৮ শত জন ছাত্র এবং ২৫ হাজার ৭ শত ৩৫ জন ছাত্রী। ছাত্রদের পাসের হার ২৫ দশমিক ৬৪ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ২৯ দশমিক শূন্য ৬। এই বোর্ডে মানবিক বিভাগে ৪২ হাজার ৮ শত ৫ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ২৬ হাজার ৮৫ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ১৬ হাজার ৬ শত ৪৫ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়।

যশোর বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬৪ হাজার ৫ শত ২১ জন। ১২ হাজার ৫ শত ৬৩ জন পাস করে। পাসের শতকরা হার ১৯ দশমিক ৪৭। ১ হাজার ১ শত ৯৪ জন প্রথম বিভাগে, ৬ হাজার ৯ শত ১৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪ হাজার ৪ শত ৫৫ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে।

যশোর বোর্ডে ছাত্র ছিল ৪৭ হাজার ৭ শত ৩৩ জন এবং ছাত্রী ছিল ১৬ হাজার ৭ শত ৮৮ জন। ছাত্রদের পাসের হার ১৮ দশমিক ৯৯ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ২০ দশমিক ৮২।